Blue Gold
উন্নয়নে পানি ব্যবস্থাপনা

ব্লু গোল্ড বার্তা

সংখ্যা ৮: জানুয়ারি-জুন ২০১৭

স্ব-উদ্যোগে পানি নিষ্কাশন নালা তৈরি

চলতি বছরে অসময়ে অতিবৃষ্টির কারণে পটুয়াখালী জেলার বিভিন্ন এলাকায় পানি জমে মুগডালের প্রচুর ক্ষতি হয়েছে। ৪৩/২এ, ৪৩/২ই, ৪৩/২বি, ৪৩/২ডি, ৪৩/২এফ, ৪৩/১এ, ৫৫/২এ এবং ৫৫/২সি পোল্ডারের বেশীরভাগ পানি ব্যবস্থাপনা দলের সদস্য মুগডাল চাষ করেছিল। কিন্তু বৃষ্টির পানিতে তলিয়ে অধিকাংশ গাছ পঁচে নষ্ট হয়ে গেছে।

কৃষকগণ মুগডাল ছাড়াও সীমিত আকারে মরিচ, চিনা বাদাম, তরমুজ এবং মিষ্টি আলু চাষ করে থাকে। অতিবৃষ্টিতে এসব ফসলেরও ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। অধিকাংশ কৃষকই অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বেড়েছে তাদের ঋণের বোঝা।

এই ক্ষতি পুষিয়ে নিতে ব্লু গোল্ড পোল্ডার টিমের সহযোগিতায় ৪৩/২এফ পোল্ডারের দক্ষিণ পশ্চিম কালিবাড়ি পানি ব্যবস্থাপনা দল স্ব-উদ্যোগে প্রায় ২ হাজার ফুট দৈর্ঘ্য, স্থানভেদে প্রয়োজনমত ৫-৬ ফুট প্রস্থ ও ৩-৪ ফুট গভীরতা সম্পন্ন একটি নিষ্কাশন খাল খনন করেছে। পানি ব্যবস্থাপনা দলের ৪০টি সদস্য পরিবার স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে এই খালটি খনন করেছে। এতে তাদের ৪ দিন (১৬০ শ্রমিক দিবস) সময় লেগেছে যার শ্রম বাজার মূল্য ৬৪ হাজার টাকা (টাঃ ৪০০/শ্রমিক)।

এই খাল খননের ফলে ৩৫০-৪০০ একর জমি জলাবদ্ধতা থেকে রক্ষা পেয়েছে এবং আউশ ধান চাষের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। অতিবৃষ্টিতে মুগ ডাল চাষের ক্ষতি পুষিয়ে নিতে আউশ ধান এবং আগাম রবিশস্য চাষের জন্য তারা এখন উদ্যোগী হচ্ছে। ধারনা করা হচ্ছে, প্রায় ৮৪ লক্ষ টাকার সমমূল্যের ১২০০ মণ ধান এখানে উৎপাদিত হবে। সবচেয়ে আশার কথা হল, এ বছরে কৃষকেরা সময়মত আউশ ধানের চারা রোপন করতে পেরেছে। তারা বিশ্বাস করে, এই খাল খননের ফলে ভবিষ্যতে তাদের ফসল এমন ক্ষতির সম্মুখীন হবে না এবং তাদের ৫০-৬০ লক্ষ টাকার মুগডালসহ অন্যান্য ফসল রক্ষা পাবে। দক্ষিণ পশ্চিম কালিবাড়ি পানি ব্যবস্থাপনা দলের এই উদ্যোগটি যদি অন্যান্য পানি ব্যবস্থাপনা দল অনুসরণ করে তাহলে নিজ নিজ এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসন করে ফসল উৎপাদন করা সম্ভব হবে।

প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ ২০১৭ পালিত

নিরাপদ প্রাণিজ আমিষের প্রতিশ্রুতি, সুস্থ সবল মেধাবী জাতি এই স্লোগান নিয়ে বাংলাদেশে প্রথমবারের মত বিভিন্ন উপজেলায় প্রাণি ও মৎস্যসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ঘোষিত প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ ২০১৭ পালিত হয়। খুলনা, সাতক্ষীরা এবং পটুয়াখালীর বিভিন্ন উপজেলায় ব্লু গোল্ড সংগঠিত পানি ব্যবস্থাপনা দলের সদস্য, কমিউনিটি লাইভস্টক ওয়ার্কার, কমিউনিটি পোল্ট্রি ওয়ার্কার, কৃষক মাঠ স্কুলের সদস্য এবং ব্লু গোল্ড এর কর্মকর্তাবৃন্দ এতে অংশগ্রহণ করেন।

র‍্যালি, আলোচনা সভা, ভ্যাকসিনেশন ক্যাম্প, কৃমিমুক্তকরণ বুথ স্থাপন, স্কুল ফিডিং (স্কুলে বিনামূল্যে ডিম বিতরণ) ইত্যাদি কর্মসূচি পালনের মধ্যদিয়ে দিনটি পালিত হয়। প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী এবং ব্লু গোল্ড কর্মসূচির প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটিং ডাইরেক্টর (পিসিডি) ব্লু গোল্ড কর্তৃক গৃহিত বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন

৮ মার্চ ২০১৭ পালিত হয় আন্তর্জাতিক নারী দিবস। ব্লু গোল্ড সংগঠিত পানি ব্যবস্থাপনা দল বিভিন্ন পোল্ডারে যথাযথ মর্যাদার সাথে র‍্যালি ও আলোচনা সভার মাধ্যমে খুলনা, সাতক্ষীরা এবং পটুয়াখালী জেলায় দিনটি উদযাপন করে। 'পরিবর্তনের জন্য সাহসী হই'-এই স্লোগান নিয়ে ব্লু গোল্ড এর জেন্ডার কো-অর্ডিনেটর, পোল্ডার কো-অর্ডিনেটর এবং পানি ব্যবস্থাপনা দলের সদস্যবৃন্দ এতে অংশগ্রহণ করেন। সভায় দিনটি উদযাপনের উদ্দেশ্য এবং ব্লু গোল্ড কার্যক্রমে জেন্ডার ভাবনা নিয়ে আলোচনা করা হয়। পানি ব্যবস্থাপনা দলের মধ্যে জেন্ডার সচেতনতা তৈরি করা ছিল এর একটি উদ্দেশ্য।

সুষ্ঠুপানি ব্যবস্থাপনায় ফটিকের বিল

সাতক্ষীরার পোল্ডার ২ এর ফটিকের বিল খনন করে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করায় এক ফসলের পরিবর্তে সেখানে তিন ফসলের চাষ হচ্ছে। এলাকার ৬১ শতাংশ পরিবার নিয়ে গঠিত পানি ব্যবস্থাপনা দল সংগঠিত হয়ে সফল করেছে এই কাজ।

২০১৪ সালের বর্ষা মৌসুমে ফটিকের বিলের প্রায় ৩০০ বিঘা জমি পানিতে তলিয়ে যায়। এলাকার কৃষকেরা তখন বিলের মধ্যবর্তী স্থানে ৫০০ মিটার খাল পুন:খনন করেন। ব্রক্ষরাজপুর ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের সহযোগিতায় অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশনের সুবিধার্থে সংযোগ খালের রাস্তার উপর একটি আউট লেট/কালভার্ট স্থাপন করা হয়। কিন্তু সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান তখনও সম্ভব হয়নি। পরবর্তীতে ব্লু গোল্ড এর সহযোগিতায় সাংগঠনিকভাবে দলবদ্ধ হয়ে কৃষিকাজে বিলের পানির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য বিলে আরও ২টি কালভার্ট (আউট লেট)

স্থাপন করে দলটি। প্রতিবারই স্বেচ্ছাশ্রমের মাধ্যমে খালটি পুন:খনন করা হয়। চাহিদা ও প্রয়োজন অনুযায়ী পানি নিষ্কাশনে ব্রক্ষরাজপুর ইউপি সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করছে। সুষ্ঠু পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা চালু করায় বিলটিতে সারা বছর বিভিন্ন ধরনের ফসল ফলছে এবং কৃষকরা অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হচ্ছে। বর্তমানে এই পানি ব্যবস্থাপনা দল, পোল্ডার-২ এর একটি মডেলে পরিণত হয়েছে। মাসিক সভা, ত্রৈমাসিক সভা, সাধারণ সভা এবং বার্ষিক সভা, নির্বাচন ইত্যাদি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দলটি সাংগঠনিকভাবে শক্তিশালী দলে পরিণত হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০১৫ সালের জানুয়ারি মাসে ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম সাতক্ষীরায় (পোল্ডার-২) কাজ শুরু করে।

এছাড়াও কৃষক মাঠ স্কুলে অংশগ্রহণের মাধ্যমে দলের ২৫ জন সদস্য বসতবাড়িতে হাঁস-মুরগি পালন, সবজি চাষ এবং পুষ্টির উপর জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করেছেন। তাদের এই অর্জিত জ্ঞান অন্যান্য চাষীদের মধ্যে সম্প্রসারণের জন্য কৃষি মেলায় অংশগ্রহণ করেছে দলটি।

ব্লু গোল্ড বার্তা

বিনা চাষে রসুন আবাদ

কেচোরাবাদ পানি ব্যবস্থাপনা দল পোল্ডার ৩১ এর শক্তিশালী পানি ব্যবস্থাপনা দল। দলটি তাদের এলসিএস কাজের মাধ্যমে অবকাঠামোগত কার্যক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করছে। মাছ চাষ, হাঁস-মুরগি পালন, বসতবাড়িতে সবজি চাষ এবং পুষ্টি মডিউলের উপর ২টি কৃষক মাঠ স্কুলে অংশগ্রহণ করেছে দলটি। মোট ৫০ জন সদস্য কৃষক মাঠ স্কুল থেকে অর্জিত জ্ঞান কাজে লাগিয়ে আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছে। এই এলাকার প্রধান ফসল রোপা আমন ধান। বছরের অন্য সময় জমি এখানে পতিত থাকে। এই পতিত জমিতে সঠিক পানি ব্যবস্থাপনা এবং চাষাবাদ কৌশল জানার মাধ্যম নতুন ফসল উৎপাদন করা সম্ভব।

অমর রায় ব্লু গোল্ড পরিচালিত কৃষক মাঠ স্কুলের একজন সদস্য। স্কুল চলাকালীন সময়ে তিনি জুনিয়র মাষ্টার ট্রেইনার আব্দুল খালেকের কাছে বিনা চাষে রসুন আবাদের কথা জানতে পেরে চাষে আগ্রহ প্রকাশ করেন। আব্দুল খালেক তাকে বীজ এবং চাষাবাদ পদ্ধতি সম্পর্কে সহায়তা প্রদান করেন। ২০১৫ সালে অমর রায় বিনা চাষে রসুন চাষ করেন ১৫০ বর্গফুট জমিতে। তিনি ১ কেজি রসুন চাষ করে ফলন পান ১৫ কেজি (ফলন হার ৪৩ কেজি/শতাংশ)। তা দেখে পরবর্তী বছর কেচোরাবাদ পানি ব্যবস্থাপনা দলের আরও ১৯ জন কৃষক রসুন চাষে আগ্রহ দেখান। অমর রায়ের কাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করে তারা বিনা চাষে রসুন চাষ করেন। তাদের এই সাফল্য দেখে পার্শ্ববর্তী ঠান্ডামারি পানি ব্যবস্থাপনা দল ও রালিয়া পানি ব্যবস্থাপনা দলের আরও ৮ জন সদস্য রসুন চাষ করেছেন। প্রতিটি কৃষক রসুন চাষ করে ভালো ফলন পেয়েছেন, গড় ফলন হয়েছে শতাংশে ৪০ কেজি।

বিনা চাষে রসুন আবাদ কৃষকদের মধ্যে আগ্রহ তৈরি করছে। আগামীতে আরও বেশী সংখ্যক কৃষকের এই পদ্ধতিতে রসুন আবাদ করার সম্ভাবনা রয়েছে। রোপা আমন পতিত শস্য বিন্যাসে এটি অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। সঠিক কারিগরি জ্ঞান এবং গুণগত মানসম্পন্ন বীজ পেলে এ এলাকায় রসুন একটি নুতন অর্থকরী ফসল হিসেবে কৃষকের আর্থিক অবস্থার উন্নতিতে অবদান রাখতে পারবে।

ভালো কাজের পারস্পরিক শিখন

পারস্পরিক শিখন কর্মসূচি (এইচএলপি) এর মাধ্যমে ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম অর্জিত সাফল্য ও ভালো শিখনসমূহ দ্রুত সম্প্রসারণের লক্ষ্যে পোল্ডার ও জোনাল টিমের সমন্বয়ে ভালো শিখন চিহ্নিতকরণ ও খসড়া তথ্যপত্র তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে চিহ্নিত ভালো শিখনসমূহ থেকে ১৭ টি ভালো শিখন বাছাই করে খসড়া তথ্যপত্র তৈরি হয়েছে। আরও তথ্যপত্র তৈরির কাজ চলছে। এছাড়াও ভালো শিখনের উপর তৈরি হচ্ছে কেইস স্টাডি ও ভিডিও ক্লিপিংস। উল্লেখিত মাধ্যমগুলো ব্যবহার করে ভালো শিখনসমূহ পানি ব্যবস্থাপনা দলের মধ্যে উপস্থাপন করা হবে, যেন তারা পরস্পরের কাছ থেকে শিখে তা বাস্তবায়ন করতে পারে। যদি কোন ভালো শিখন বাস্তবায়নের জন্য সরেজমিনে দেখার প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম অভিজ্ঞতা বিনিময় সফরের আয়োজন করবে। এইচএলপি কর্মশালা ও মিটিং এ ভালো শিখনসমূহ সমমনা সহযোগী সংস্থার সাথে শেয়ার করার ব্যবস্থাও করা হবে প্রকল্প থেকে।

ব্লু গোল্ড কার্যক্রমের হালচিত্র
মার্চ ২০১৭ পর্যন্ত

বিবরণ	সংখ্যা
ব্লু গোল্ড কার্যক্রম পরিচালিত পোল্ডার	১৪টিতে কার্যক্রম চলমান (২২টি অনুমোদিত)
সংগঠিত/সক্রিয় ডব্লিউএমজি (পানি ব্যবস্থাপনা দল)	৩৫৬টি
সংগঠিত ডব্লিউএমজিতে অন্তর্ভুক্ত সদস্য	৮৯,০১৬ (নারী ৩৮,০৬৭, পুরুষ ৫০,৯৪৯)
নিবন্ধন প্রাপ্ত ডব্লিউএমজি	৩৪৮টি
সংগঠিত/সক্রিয় ডব্লিউএমএ (পানি ব্যবস্থাপনা অ্যাসোসিয়েশন)	৩৯টি
সমাপ্ত কৃষক মাঠ স্কুল	কারিগরি সহায়তা টিম ৫১০টি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ৪২৮টি
প্রশিক্ষিত কৃষিসেবা দানকারী	কৃষি ২০, মৎস্য ১৬, প্রাণিসম্পদ ৪০
নির্বাচিত ভ্যালু চেইন	৭টি, এমএফএস ২৬০
বেড়িবাঁধ নির্মাণ/সংস্কার	২৫৪.৩২ কিলোমিটার
স্লুইস গেট নির্মাণ/সংস্কার	১১৮টি
খাল খনন/সংস্কার	১৩৭.৫২ কিলোমিটার
প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ডব্লিউএমজি সদস্য	২৩,৪৭২ (নারী ৮,৩৬৪, পুরুষ ১৫,১০৮)
এলসিএসের আওতাভুক্ত সদস্য	১৯,১৭৫ (নারী ৭,৩৬১, পুরুষ ১১,৮১৪)
পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠনের সাথে ইউনিয়ন পরিষদের সংযোগ স্থাপন	৪১টি ইউনিয়ন পরিষদ

সূত্র: মনিটরিং ও মূল্যায়ন সেল

বিশ্ব ব্যাংক প্রতিনিধি দলের ব্লু গোল্ড কার্যক্রম পরিদর্শন

১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ বিশ্ব ব্যাংক এবং অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগীদের একটি প্রতিনিধিদল ৪৩/২ডি পোল্ডারের পূর্ব মরিচবুনিয়া পানি ব্যবস্থাপনা দলে ব্লু গোল্ড এর পরিবর্তিত বাজার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। এ সময় ব্লু গোল্ড প্রোগ্রামের টিম লিডার গাই জোনস উপস্থিত ছিলেন। প্রতিনিধি দলটি পোল্ডারের পরিবর্তিত বাজার ব্যবস্থাপনার বিষয়টি ভালোভাবে অবলোকন করেন। প্রদর্শনীতে একটি পোল্ডারের পানি ব্যবস্থাপনার সমস্যা ও সম্ভাবনা এবং বাজার ব্যবস্থাপনার সাজে জড়িত ব্যক্তিদের মধ্যে কার্যকর সংযোগ এবং ব্যবসায়িক/লাভজনক সম্পর্ক তুলে ধরা হয়। এছাড়া প্রতিনিধি দলটি প্রাইভেট কোম্পানি প্রতিনিধি, সরকারি-বেসরকারি সেবা প্রদানকারী, উপকরণ বিক্রেতা, কৃষক, কৃষিপণ্য ক্রেতা এবং মিল মালিকদের সাথে কথা বলে পোল্ডার এলাকায় বিদ্যমান পরিবর্তিত বাজার ব্যবস্থাপনার বিষয়ে সম্যক ধারনা লাভ করেন।

পোল্ডার ৩০

ইউনিয়নঃ বটিয়াঘাটা, গঙ্গারামপুর, সুরখালি উপজেলাঃ বটিয়াঘাটা, জেলাঃ খুলনা

উন্নয়নে পানি ব্যবস্থাপনা

এক নজরে পোল্ডার ৩০

বিবরণ	সংখ্যা
পানি ব্যবস্থাপনা দল	৪০টি
পানি ব্যবস্থাপনা অ্যাসোসিয়েশন	১টি
পানি ব্যবস্থাপনা দলের মোট সদস্য	৫৩৪৩ জন (পু: ৩০২১, নারী:২৩২২)
কৃষক মাঠ স্কুল (সমাপ্ত ও চলমান)	৫৩টি (সমাপ্ত)
বাজারমুখী কৃষক মাঠ স্কুল (সমাপ্ত ও চলমান)	৪৬টি (সমাপ্ত)
নির্বাচিত ভ্যালুচেইন	তিল, ধান ও পোল্ট্রি
সমাজভিত্তিক কৃষি পানি ব্যবস্থাপনা দল	১টি (সমাপ্ত)
বেড়িবাঁধ	১৫.৮৬ কিলোমিটার
খাল	১৯.১ কিলোমিটার
স্লুইস গেট	১১টি
প্রধান শস্য	ধান, তিল
প্রধান সমস্যা	খাল ভরাট ও লবণাক্ততা

নিজস্ব সঞ্চয় ব্যবহারের সফল উদ্যোগ

পারবটিয়াঘাটা বারোইরাবাদ পানি ব্যবস্থাপনা দল ২০১৪ সালে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অধীন নিবন্ধিত হয়। দলের নিজস্ব সঞ্চয় আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে ব্যবহার করে কিভাবে দলের মূলধন বৃদ্ধি করা যায়, দলটি তার একটি উদাহরণ। সঞ্চিত তহবিল ব্যবহারের মাধ্যমে দলটি যৌথ কার্যক্রমের উদ্যোগ গ্রহণ করে। এরই ধারাবাহিকতায় গ্রামের ১ কি. মি. পরিত্যক্ষ খাল বটিয়াঘাটা ভূমি অফিস থেকে ১২,৫০০ টাকা দিয়ে লিজ নেয়।

লিজকৃত খালের অগভীর অংশে ধান ও কিছু অংশে তেলাপিয়া ও সরপুটি মাছের চাষ করে তারা। লিজ ও অন্যান্য ব্যয়সহ মোট বিনিয়োগ করে ২২,৭৫০ টাকা। মৌসুম শেষে ধান ও মাছ বিক্রি করে মোট ৩৯ হাজার টাকার। খরচ বাদ দিয়ে প্রকৃত লাভ হয় ১৬,২৫০ টাকা। খালটি পরিষ্কার করে মাছ চাষ করার ফলে পানির স্বাভাবিক প্রবাহসহ গ্রামের পরিবেশের উন্নতি হয়েছে। খালটি সংস্কার করে নিবিড়ভাবে মাছ চাষ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করছে দলটি। এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণের ফলে পরিত্যক্ষ খাল মাছ চাষের আওতায় এসেছে। এখানে এখন দেশী প্রজাতির শৈল, কৈ, টাকী ইত্যাদি জাত সংরক্ষিত হচ্ছে। সঞ্চয় ও আয় বৃদ্ধির এই যৌথ উদ্যোগ অন্যান্য পানি ব্যবস্থাপনা দলের জন্য অনুকরণীয় হতে পারে।

যৌথ কার্যক্রমের সুফল

কৃষিকে অনান্য ব্যবসার মত লাভজনক করার জন্য ব্লু গোল্ড বাজারমূখী কৃষক মাঠ স্কুল বাস্তবায়ন করছে। স্কুলে অংশগ্রহণের মাধ্যমে বাজার ব্যবস্থাপনা, নেটওয়ার্কিং এবং যৌথ কার্যক্রম সম্পর্কে জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করছে পানি ব্যবস্থাপনা দলগুলো। গন্ধামারি কাঁঠালতলা পানি ব্যবস্থাপনা দল ৩০ পোল্ডারের একটি শক্তিশালী পানি ব্যবস্থাপনা দল। দলটি অর্জিত জ্ঞান কাজে লাগিয়ে যৌথ ক্রয়ে লাভবান হয়েছে।

২০১৬ সালে দলের ৬ জন সদস্য যৌথভাবে তরমুজ ও মিষ্টি কুমড়ার বীজ ক্রয় করে লাভবান হলে পরের বছর ১৬ জন কৃষক একত্রে খুলনা শহর থেকে তরমুজ, ঝিংগা ও মিষ্টি কুমড়ার বীজ ক্রয় করে। যার ক্রয় মূল্য ৩৫,৪১০ টাকা কিন্তু খুচরা বাজার মূল্য ছিল আরও বেশী। একত্রে বীজ ক্রয় না করলে এর খুচরা মূল্য হতো ৪৩,৪০০ টাকা। যৌথভাবে ক্রয় করায় তাদের ৬,৯৯০ টাকা সাশ্রয় হয়। এরকম ছোট কিন্তু সফল উদ্যোগ কৃষিকে লাভবান করতে কৃষকদের আত্মবিশ্বাসী করে তুলছে।

উক্ত পানি ব্যবস্থাপনা দলের সফলতা দেখে বটিয়াঘাটা বাজারমূখী কৃষক মাঠ স্কুলের ১৮ জন কৃষক এ বছর ৫০ কেজি বারি ৪ তিল বীজ বটিয়াঘাটা বাজার থেকে ক্রয় করে। এই যৌথ ক্রয়ে কেজি প্রতি ১০ টাকা সাশ্রয় হয়। এ ধরনের কাজের ফলে সময় ও অর্থ উভয়ই সাশ্রয় হচ্ছে। পাশাপাশি তারা গুণগত মানের বীজ ক্রয় করতে পারছে এবং নিম্নমানের বীজ কিনে প্রতারিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া থেকে রক্ষা পাচ্ছে।

কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির

এফএফএস কংগ্রেস পরিদর্শন

৩ মার্চ ৩০ পোল্ডারে এফএফএস কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। কর্মসূচির মূল উদ্যোক্তা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর। এই কংগ্রেসকে সামনে রেখে ব্লু গোল্ড ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এর অংগ এবং কারিগরি সহায়তা টিম বিভিন্ন স্টল স্থাপন করে। ব্লু গোল্ড প্রদর্শিত স্টলে হাঁস-মুরগি প্রতিপালন এবং মাছ চাষের বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় প্রদর্শন করা হয়। কংগ্রেসে জাতীয় সংসদের কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সদস্যবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। দিন শেষে কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি ও সদস্যবৃন্দের উপস্থিতিতে ডব্লিউএমজির সদস্যরা ৩০ পোল্ডারে ব্লু গোল্ড এর চলমান কার্যক্রমের সাফল্য, এলাকার কৃষকের সমস্যা ও তার সমাধানের উপর বক্তব্য রাখেন।

কৃষক মাঠ স্কুলের সফলতা

ব্লু গোল্ড কর্মসূচি ২০১৩ সাল থেকে ২০১৭ পর্যন্ত মোট ৫৩টি কৃষক মাঠ স্কুল বাস্তবায়ন করেছে। বসতবাড়ি বাগান-হাঁস-মুরগি পালন-পুষ্টি এবং মাছ চাষ, গরু মোটাতাজাকরণ এই মডিউলের উপর স্কুলগুলো বাস্তবায়িত হয়েছে। স্কুল থেকে অর্জিত জ্ঞান মাঠে কাজে লাগিয়ে কৃষকেরা লাভবান হচ্ছেন। কৃষক মাঠ স্কুল থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নের জন্য সদস্যদের মধ্যে উপকরণ হিসেবে সার, বিভিন্ন ধরনের সবজির বীজ, ফলের চারা, হাঁসের বাচ্চা, হাঁস-মুরগির খাবার, মাছের পোনা ও খাদ্য প্রদান করা হয়। কৃষক মাঠ স্কুলের সফলতা হচ্ছে চাষী দিপালী মন্ডলের পারস্পরিক শিখন। কৃষক মাঠ স্কুলের সদস্য না হয়েও তিনি সদস্য প্রমীলা মন্ডলের নিকট থেকে শিখে নিয়েছেন হাজল তৈরি, বাচ্চা আলাদাকরণের কৌশল, খাদ্য ব্যবস্থাপনা, টিকা প্রদানের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ। এই জ্ঞান কাজে লাগিয়ে দীপালী মন্ডল বছরে আয় করছেন প্রায় ৫০ হাজার টাকা।

সুষ্ঠু পানি ব্যবস্থাপনায় তরমুজ চাষ

খড়িয়া দেবীতলা পানি ব্যবস্থাপনা দল খড়িয়া খাল খনন করেছে এবং খালের মিষ্টি পানি দিয়ে তরমুজ চাষ করে সফলতার মুখ দেখেছে। খালটি কয়েক বছর ধরে ভরাট ছিল। মিষ্টি পানির অভাবে এখনকার কৃষকরা শুধু আমন ধান চাষ করতো। কখনও আমনের পরে কেউ কেউ চাষ করতো মিষ্টি কুমড়া। ব্লু গোল্ড ও পানি উন্নয়ন বোর্ড এর আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় দেবীতলা পানি ব্যবস্থাপনা দল খড়িয়া খাল খনন করে। ফলে খালে মিষ্টি পানি ধরে রাখার সুযোগ সৃষ্টি হয়। ব্লু গোল্ড মিষ্টি পানি ব্যবহার করে তরমুজ চাষের উপর একটি কৃষক মাঠ স্কুল বাস্তবায়ন করে। স্কুলের কৃষকেরা আমন কাটার পর শুরু করে তরমুজ চাষ। ২০১৬ সালে বিঘা প্রতি তরমুজ চাষ করে গড় ৭৫ হাজার টাকা লাভ হয়েছে। নরেশ মন্ডল ও সুজিত এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ। চাষীদের কাছে তরমুজ চাষের এই সফলতা নতুন বার্তা নিয়ে এসেছে। ২০১৭ সালে খালের উভয় পাশে প্রায় ৭০০ বিঘা জমিতে দেবীতলা পানি ব্যবস্থাপনা দলের সদস্য ছাড়াও বহু কৃষক তরমুজ চাষ করেছেন, যা ক্রপিং প্যাটার্ন বা শস্য বিন্যাসে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করেছে। শুধু তাই নয় ৩০ পোল্ডারে দেবীতলা ছাড়াও বয়ারভাঙ্গা ও আমতলার বিস্তৃত এলাকায় কৃষকরা তরমুজ চাষ করে অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হচ্ছে।

উন্নয়নে পানি ব্যবস্থাপনা

ব্লু গোল্ড বার্তা

সমাজভিত্তিক কৃষি পানি ব্যবস্থাপনা দলের আন্ত:প্রতিযোগিতা

১ মার্চ ২০১৭ পটুয়াখালীতে সমাজভিত্তিক পানি ব্যবস্থাপনা দল (সিএডব্লিউএম) কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী দলগুলোর সাথে অভিজ্ঞতা বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় আনুষ্ঠানিকভাবে সিএডব্লিউএমএ অংশগ্রহণকারী দলগুলোর মধ্যে দক্ষ দল নির্বাচনের জন্য আন্ত:প্রতিযোগিতা ঘোষণা করা হয়। প্রতিযোগিতার সময়কাল আমন মৌসুম-২০১৭।

প্রতিযোগিতায় দক্ষ দল নির্বাচনের জন্য নিম্নোক্ত মাপকাঠি নির্ধারণ করা হয়েছে:

- স্ব-উদ্যোগে আভ্যন্তরীন পানি ব্যবস্থাপনা
- উপকরণ ক্রয় ও বিক্রয়ে যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ
- পারস্পরিক শিখন বিনিময়ের উদ্যোগ গ্রহণ
- কৃষক মাঠ স্কুলে উপস্থিতির হার এবং শিক্ষণীয় বিষয়গুলোর মাঠ পর্যায়ে অনুশীলন
- অধিক উৎপাদন হার
- সহযোগী সংস্থাসমূহের সাথে কার্যকরী যোগাযোগ স্থাপন (ডব্লিউএমএ-ডব্লিউএমজি, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ইউনিয়ন পরিষদ এবং অন্যান্য সংস্থা)
- সিএডব্লিউএম এর উপর পত্রিকা, রেডিও অথবা অন্য কোন মিডিয়ায় তথ্য সম্প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ

দুর্যোগ প্রস্তুতি সপ্তাহ উদযাপন

বৈশাখ-জৈষ্ঠ ও কার্ত্তিক-অগ্রহায়ন এই দুই মৌসুমে বাংলাদেশে ঘূর্ণিঝড়ের প্রকোপ দেখা যায়। তাই চৈত্র ও আশ্বিন মাস স্থানীয় জনগোষ্ঠীর কাছে বিশেষভাবে দুর্যোগ প্রস্তুতি গ্রহণের মাস। ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম এ বছর কর্ম এলাকায় মার্চ মাসের শেষ সপ্তাহে 'দুর্যোগ প্রস্তুতি সপ্তাহ' উদযাপন করেছে। ৪৩৫টি পানি ব্যবস্থাপনা দলের নেতৃত্বে ১৮টি পোল্ডারে এই কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়। আলোচনা সভা এবং তথ্য সম্বলিত লিফলেটের মাধ্যমে পরিচালিত হয় এই কার্যক্রমটি। ৯৫টি উচ্চবিদ্যালয় ও দাখিল মাদ্রাসা, ৯৪টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান (মসজিদ, মন্দির ও গির্জা), ৩১টি এফএফএস ও এফএফডি সেশন, ১৮টি ইউনিয়ন পরিষদের সাথে মিটিং, ২২৫টি পানি ব্যবস্থাপনা দল ও অ্যাসোসিয়েশনের সভা এবং ৪টি ক্লাবের সাথে দুর্যোগ প্রস্তুতি বিষয়ক আলোচনা করা হয়েছে। এই প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে সচেতন হয়েছে প্রায় ২৭ হাজার মানুষ (নারী ১১ হাজার,পুরুষ ১৬ হাজার)। আগামীতেও এই কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। পানি ব্যবস্থাপনা দল, পোল্ডার টিম এবং স্থানীয় সরকারের জনপ্রতিনিধিগণ কার্যক্রমটি সফলভাবে বাস্তবায়ন করেছেন।

ফলগাছের চারা নির্বাচন ও রোপণ কৌশল

১

চারা নির্বাচন:

- চারাটি কাঙ্ক্ষিত জাতের মাতৃগাছ থেকে উৎপাদিত হতে হবে
- চারাটি সতেজ, সবল, রোগবালাই ও পোকা-মাকড়ের আক্রমণমুক্ত হতে হবে
- চারা/কলমটির উচ্চতা হবে প্রায় ১ মিটার এবং বয়স হবে ১ বছর
- মূল ও কান্ডের মধ্যকার অনুপাত হবে ১ ঃ ৩-৪
- চারা/কলমটির ২/৩টি শাখা থাকতে হবে।

চিত্র ১: গুনগত মানের ফলগাছের চারা

২

চারা রোপণ কৌশল

- পানি জমে থাকে না এমন স্থানে ১.৫ হাত X ১.৫ হাত X ১.৫ হাত গর্ত করতে হবে
- গর্ত তৈরির সময় গর্তের উপরের এক তৃতীয়াংশের মাটি এক পার্শ্বে এবং নীচের অবশিষ্ট মাটি অপর পার্শ্বে রাখতে হবে
- নীচের মাটির সাথে ১২-১৫ কেজি পঁচা গোবর, ৮০-৯০ গ্রাম টিএসপি এবং ৫০-৬০ গ্রাম এমপি মিশাতে হবে
- উপরের মাটি গর্তের নীচে এবং সার মিশ্রিত মাটি গর্তের উপরে দিতে হবে
- সার প্রয়োগের ১০-১৫ দিন পর চারা রোপণ করতে হবে।

চিত্র ২: চারা রোপনের গর্ত

৩

চারা রোপণের নিয়ম

- রোপণের পূর্বে সাবধানে চারার গোড়া থেকে পলি ব্যাগটি কেটে বা পটটি ভেঙ্গে সরিয়ে ফেলতে হবে
- নার্সারিতে পলি ব্যাগ বা পটে চারার গোড়া যতটুকু মাটির নীচে ছিল ঠিক ততটুকু গভীরতায় গর্তে সাবধানে চারাটি সোজাভাবে স্থাপন করতে হবে এবং লক্ষ্য রাখতে হবে যেন চারার গোড়ার মাটি না ভাঙ্গে ও শিকড়গুলো উর্ধ্বমুখী হয়ে না থাকে
- রোপণের পর চারার গোড়া সংলগ্ন মাটি এমনভাবে চেপে দিতে হবে যাতে গোড়ার দিকে সামান্য উঁচু এবং চারপার্শ্বে ঢালু হয়
- চারাটি খুঁটি পুঁতে বেঁধে দিতে হবে
- চারাটির চারিদিকে তারজালি, বাঁশের বেড়া বা নেট দিয়ে ঘিরে দিতে হবে।

চিত্র ৩: গর্তে চারা স্থাপন

চিত্র ৪: মাটি চাপা দেওয়া

চিত্র ৫: রোপিত চারায় খুঁটি দেওয়া

প্রকাশক: ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম কারিগরি সহায়তা টিম ॥ সম্পাদক: তারেক মাহমুদ
সম্পাদনা পরিষদ: মো. আওলাদ হোসেন, সুমনা রানী দাশ, প্রতীতি মাসুদ, জি. এম. খায়রুল ইসলাম

সংবাদ সহায়তায়: শীতল কৃষ্ণ দাস, রোকসানা বেগম, মো. মাকসুদুর রহমান, রবিউল আমীন, শামীম আহমেদ ইউসুফ, ড. আনোয়ার হোসেন, আশিক বিল্লাহ, জাহাঙ্গীর আলম, মো: সাইফুল্লাহ, এম.ডি জয়নাল আবেদিন, মো. আতিকুর রহমান, ফারজানা রহমান মৌরী

যোগাযোগ: ব্লু গোল্ড বার্তা। ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম, করিম মঞ্জিল, বাড়ি ১৯, সড়ক ১১৮, গুলশান, ঢাকা ১২১২
ফোন ৯৮৯৪৫৫৩ info@bluegoldbd.org ▪ bluegoldbd.org ▪ www.facebook.com/bluegoldprogram